ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২০৯ ● কলকাতা ● ১৩ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● রবিবার ● ৩০ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

মণিপুর কাণ্ড নিয়ে প্রিয়াঙ্কার প্রতিবাদ

পৃঃ ৫

টরন্টো ওপেন থেকে জোকোভিচ নাম তুলে নিলেন কেন?

পৃঃ ৬

দিলীপ আলঙ্কারিক পদ হারালেন, রদবদলে তাঁকে সরিয়ে দিলেন নাড্ডা-অমিত শাহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের আগে সর্বভারতীয় বিজেপিতে বড় রদবদল করলেন জেপি নাড্ডা-অমিত শাহরা। সেই রদবদলে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতির পদ খোয়ালেন দিলীপ ঘোষ । দিলীপবাবু এখন শুধু মেদিনীপুরের সাংসদ। বিজেপির এক প্রবীণ নেতা এদিন বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদলের সম্ভাবনা রয়েছে। এখন দেখা যাক, তাতে দিলীপের কপালে শিঁকে ছেড়ে কিনা। তা ছাড়া দিলীপ ঘোষকে রাজ্য সংগঠনে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয় কিনা তাও দেখতে হবে।

গত লোকসভা ভোটের সময়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি ছিলেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর মেয়াদেই বাংলা থেকে ১৮টি আসন জিতেছিল বিজেপি। আবার তাঁর সভাপতিত্বেই বাংলায় ৩টি থেকে ৭৭টি আসনে পৌঁছেছিল গেরুয়া দল। তবে এখন রাজ্যে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী তথা শুভেন্দু-সুকান্তদের সঙ্গে তাঁর যে ভাল তালমিল নেই দৃশ্যত স্পষ্ট। এহেন দিলীপকে এবার মেদিনীপুর আসন থেকে প্রার্থী করা হবে কিনা সেই প্রশ্নও তুলছেন অনেকে। তাঁদের মতে, দিলীপবাবুকে অন্য আসন থেকে প্রার্থী করলেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।এর আগে মুকুল রায়কে

এরপর ৩ পাতায়

দুপুরের পর বিপজ্জনক পরিস্থিতি বুদ্ধবাবুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিনি বলেন আমার জন্য যেন অন্যের অসুবিধা না হয়। এর আগেও যতবার অসুস্থ হয়েছেন ততবারই এমন বলেছিলেন। এবার অসুস্থতার মাত্রা বেশি বলছেন চিকিৎসকরা। গুরুতর অসুস্থ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। পরিবার সূত্রে খবর, শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে। রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণও অনেক কমে গিয়েছে।গ্রিন করিডরের প্রস্তুতি করা হয়েছে পুলিশের তরফের থেকে তাঁকে যাতে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসা যায়। পুলিশের তরফে ব্যপক নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে।শনিবার সকাল থেকেই অসুস্থতা বাড়ছিল বুদ্ধবাবুর। তবে তড়িত কোনও সিদ্ধান্ত নেননি তার পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথে পরিস্থিতি দেখে তারা আর ঝুঁকি না নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নেন। দক্ষিণ কলকাতা একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। হাসপাতালে আসেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য এবং কন্যা সুচেতনা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা ৭০-এর নেমে গিয়েছে। আইসিইউতে ভর্তি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। বেশ কয়েকদিন ধরেই শারীরিক অসুস্থতা বাড়ছিল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বলেই জানা গিয়েছে। এতদিন বাড়িতেই চলছিল চিকিতসা। তবে এদিন তাঁর শরীরের স্যাচুরেশন নামতে শুরু করে। তিনি দীর্ঘদিনের সিওপিডি রোগী, এরপর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে হাসপাতালে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা।

বাংলায় হিংসা নিয়েও রাজ্য সরকারের মুখোশ খুলব: অনুরাগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মণিপুরের হিংসা নিয়ে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট মাথাচাড়া দিতেই বাংলা এসে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। পঞ্চায়েতে ভোট বাংলায় ঘটা হিংসা নিয়েও তিনি সরব হলেন। এমনকি অনুরাগ ঠাকুরের গলাতেও এবার যোগীর বুলডোজার। মণিপুরের পরিস্থিতি দেখতে আজ সেখানে গিয়েছে ইন্ডিয়া জোটের একটি প্রতিনিধি দল। অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে সেখানে গিয়েছেনের বিভিন্ন দলের ২১ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। পাশাপাশি ইতিমধ্যেই মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছে তারা। এরপরই রাজ্যে এসে রাজ্য সরকার ও ইন্ডিয়া জোটকে নিশানা করলেন অনুরাগ। এনিয়ে তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, অনুরাগ ঠাকুরের মাথা গ্রে ম্যাটার এতটা কম তা আমি জানতাম না। বুলডোজার কথাটা দিয়ে যে উত্তর প্রদেশ সরকারকে যে কটাক্ষ করা হয়েছে সেটা বোঝার মতো ন্যূনতম বুদ্ধি অনুরাগের নেই। অনুরাগ ঠাকুর গোলি মারো শোলো কো স্লোগানের জন্য বিখ্যাত। তাঁকে আরও একবার মনে করিয়ে দিতে চাই উত্তরপ্রদেশে নারী নির্যাতন, অপহরণ, খুন গোটা দেশে শীর্ষে। উন্নাও, হাতরসের ঘটনা এখনও দগদগে। ওইসব জায়গায় কতগুলো সেন্ট্রাস টিম পাঠিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র নেত্রী যিনি পঞ্চায়েতে ৫০ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করেছেন। মোদী সরকারের এসে তা

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

ছায়াপথ প্রকাশনী

আলোর মিছিল

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

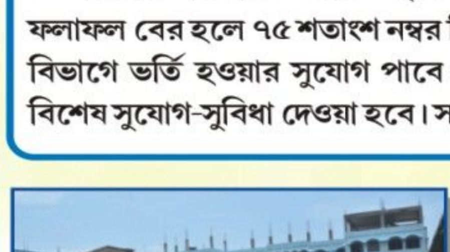

Gilr's Hostel

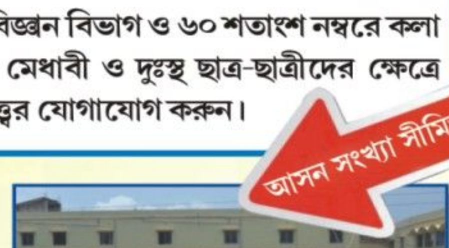

Boy's Hostel

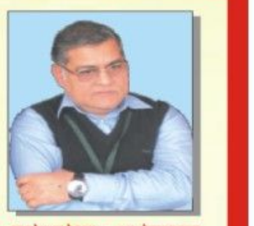

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

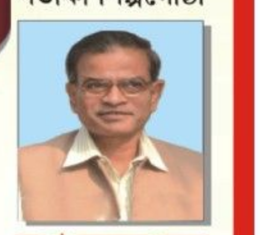

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

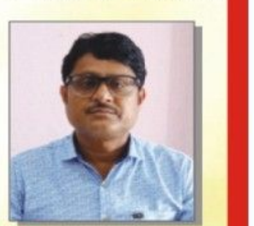

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

আবাসিক শিক্ষক চাই

- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

আসছে বিদেশি বাঘ-সিংহ,
সেজে উঠছে বেঙ্গল সাফারি পার্ক

শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই : নিউজ সারাদিন : ঘোষণা আগেই করেছিলেন , এবার পথ প্রশস্ত হল । সুদূর মাসাইমারি ও কঙ্গো থেকে রাজ্যে আসছে ১২টি বাঘ ও ১৮টি সিংহ ।বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৯৬ হেক্টর বনাঞ্চল জুড়ে রয়েছে বেঙ্গল সাফারি পার্ক । তার মধ্যে ২৩ হেক্টর জায়গায় বাঘ সাফারির ব্যবস্থা আছে । আরও নতুন বাঘ আসার কারণে বাড়ানো হচ্ছে এনক্লোজারের আয়তন । আরও ২০ হেক্টর অতিরিক্ত জায়গায় জুড়ে মোট ৪৩ হেক্টর করা হয়েছে বাঘের এনক্লোজার । যার মধ্যে ১৬টি বাঘ থাকতে পারবে । এছাড়াও আরও সাতটি নতুন নাইট শেল্টার তৈরি করা হচ্ছে । বাঘেদের বিশ্রামের জন্য আয়তনে বাড়ানো হচ্ছে অফ ডিসপ্লে এলাকার । বাঘের চিকিতসা ও দেখভালের জন্য বসানো হচ্ছে মেকানাইজড স্কুইজ গেট । নজরদারির জন্য বসানো হচ্ছে আরও ২৮টি সিসি ক্যামেরা । যা আগেই জানিয়েছিলেন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক । এবার তাদের জন্য কতটা পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে, সেই নিয়েও কথা বললেন । নতুন অতিথিদের জন্য শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক ঢেলে সাজানো হচ্ছে । বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় আড়াই কোটি টাকা । যা দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে বাঘ-সিংহের এনক্লোজার ও থাকার জায়গা । বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আগেই ঘোষণা করেছিলেন বিদেশি বাঘ- সিংহের আসার কথা। যার মধ্যে ছিল সাইবেরিয়ান টাইগারও । এই নতুন অতিথিদের রাখা হবে বেঙ্গল সাফারি পার্ক, নিউটাউন ও আলিপুর চিড়িয়াখানায় । সবুজ সংকেত দিয়েছে কেন্দ্রীয় জু অথরিটি । তাই প্রায় যুদ্ধকালীন ততপরতায় শুরু হয়েছে বিদেশি বাঘ-সিংহের থাকার জায়গা তৈরির কাজ । অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধি প্রতিটি এনক্লোজার । শুরু হয়ে গিয়েছে এনক্লোজারের ভিতরে রাস্তার কাজও । ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে বন দফতরের পক্ষ থেকে । পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য সাজিয়ে তোলা হচ্ছে গোটা পার্ক । পড়ুয়াদের জন্য তৈরি হচ্ছে ইন্ডোর অডিটোরিয়াম, খেলার জায়গাও আছে ।

তবে কি নতুন বছরেই আগমন হবে নতুন বিদেশি অতিথিদের। সেই প্রসঙ্গেই রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, "বিদেশ থেকে বাঘ আনা হবে । শুধু বেঙ্গল সাফারি পার্কেই নয় । দার্জিলিঙের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিকাল পার্কে আনা হবে সাইবেরিয়ান টাইগার । ইতিমধ্যে কেন্দ্র জু অথরিটি থেকে ছাড়পত্র মিলেছে ।" রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, "বাঘ, সিংহ-সহ আরও বেশ কিছু প্রাণী আনা হচ্ছে। সেজন্য বেঙ্গল সাফারি পার্ককে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। আরও নিশ্চিদ্র করা হচ্ছে নজরদারি ।"

মহরমে বিশেষ দোওয়ার মজলিস দশদিনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গ্রামীণ হাওড়া জেলার রাজাপুর থানার তুলসীবেড়িয়া দরগা শরীফে, পবিত্র মহরম উপলক্ষে দশদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশেষ দোওয়ার মজলিস। পীর শাহ সুফী আশেকে রসুল জনাব মাস্তানেছ আব্দুল হামীদ আলি খাঁন রহঃ মাজার জিয়ারত ও ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ও বিশ্বের সকলের জন্য শুভ কামনা, শান্তি, মঙ্গল , সেবা কর্মের মাধ্যমে সবাকার পাশে থাকার জন্য আহ্বান জানিয়ে বার্তা দেওয়া হয় বলে জানান পীরজাদা রফিকুল ইসলাম খাঁন।

আরবী হিজরী সনের প্রথম মাস মহরম এই মহররমের দশ দিন ধরে ইসলাম ধর্মীয় আলোচনা করেন পীরজাদা সহিদুল ইসলাম খাঁন পীরজাদা আমিরুল ইসলাম খাঁন পীরজাদা আবেদুল ইসলাম খাঁন প্রমুখ। প্রতি দিন দেশের বিভিন্ন স্থানের শিষ্য ভক্ত মেহমান মুরিদান দর্শনার্থীরা সমবেত হন। তাজিয়া পাক নিয়ে এলাকা পরিক্রমা করে শহীদে কারবালা প্রান্তরে রাখা হবে বলে জানিয়েছেন তুলসীবেড়িয়া দরগা শরীফ কমিটির সভাপতি জনাব মহম্মদ মুক্তর আলী। প্রতিভাবান উচ্চ শিক্ষার্থী সিরাজাম মনিরা বলেন মহরমের এই দশ দিন ধরে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মুসলমান নরনারী যেযার পীরের সিলসিলা মোতাবেক পবিত্র মহরমে রোজা রাখা, পবিত্র কোরআন পাঠ, সেবা কর্ম করে থাকে। কোথাও কোথাও তাজিয়া ,দুলদুল ,গামারা তৌরী করে, বিভিন্ন ধরনের, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্নেহধন্য হজরত ইমাম হোসেন, হজরত ইমাম হাসান শহীদে কারবালা শাহাদাতের স্মরণে।

মনিপুর কান্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

অভিজিৎ হাজরা , আমতা , হাওড়া : নিউজ সারাদিন : মনিপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া-২ নম্বর বিডিও অফিসের সামনে থেকে শুরু হয় এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল। উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের করাতবেরিয়ায় অবস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে এই মিছিল শেষ হয়।

আরো একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় আমতা তৃণমূল ভবন থেকে আমতা বাজার হয়ে সিটিসি বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত । প্রতিবাদ মিছিলে প্রায় দুই হাজারের মতন কর্মী সমর্থক অংশগ্রহণ করেন । মূলত তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই ধিক্কার মিছিল। এদিনের এই ধিক্কার ও প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডাক্তার নির্মল মাঝি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উলুবেরিয়া দু' নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি শেখ ইলিয়াস, উলুবেড়িয়া উত্তর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিমল দাস, উলুবেড়িয়া উত্তর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পিন্টু মণ্ডল, আমতা রামসদয় কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি রুহুল আমিন সহ, অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব সহ বহু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক। মিছিল থেকে মনিপুর কাণ্ডের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয় মিছিলে আসা তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা।

অক্সিজেনের মাত্রা খানিকটা বাড়ল বুদ্ধদেবের,
ফোনে খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বহুদিন ধরেই তিনি সিওপিডি-র সমস্যায় ভুগছেন। শনিবার তাঁর শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় তাঁকে ভর্তি করা হয় ওই হাসপাতালে। তাঁর রক্ত অক্সিজেনের মাত্রা ৭০-এ নেমে যায়।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পরিবার সূত্রে আরও খবর, শনিবার হঠাৎ তাঁর শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা বাড়ার জন্য তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সূত্রের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক সূত্রে খবর, আইসিইউ-তে রেখে প্রাথমিক চিকিতসা শুরু করা হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের। এদিন সকাল থেকেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তাঁর শ্বাসকষ্টের সমস্যা বৃদ্ধি পায়, পাশাপাশি রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার পর পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতেই বুদ্ধদেবকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। কিন্তু সূত্রের খবর, তিনি অক্সিজেন নিতে পারলেও 'রেসপন্ড' করছিলেন না। তার পরেই হাসপাতালে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ।তবে হাসপাতালে নিয়ে আসার তাঁর রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কিছুটা বেড়েছে বলেই খবর। বুদ্ধদেববাবুর অসুস্থার খবর পেয়েই তাঁকে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়ও। তবে তিনি ইতিমধ্যেই ফোনে খোঁজ নিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে।

এর আগেও একাধিকবার অসুস্থ হয়েছিলেন বুদ্ধদেব। ২০২১ সালে কোভিডেও আক্রান্ত হন তিনি। আশির কোটায় বয়স বুদ্ধদেবের। পাশাপাশি তাঁরে শ্বাসকষ্ট অনেকটাই বেড়েছে। চিকিতসরা প্রাথমিকভাবে যেটা করছেন তা হল তাঁর রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানো। বুদ্ধবাবুর অসুস্থতার খবর পেয়েই হাসপাতালে পৌঁছে যান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। জানা যাচ্ছেন, বুদ্ধবাবুর রক্তচাপ ঠিক রয়েছে। চোখ খুলে তাকিয়েছেন। তাঁর রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা ৯৩ পর্যন্ত উঠেছে। তাঁর চিকিতসায় রয়েছে পাঁচ সদস্যের একটি টিম কাজ করছে। বর্তমানে তিনি রয়েছেন বাই প্যাপ সাপোর্টে।

প্রসঙ্গত, এর আগেও একবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন অসুস্থ বুদ্ধ। সেবার তাঁর চিক্সিার দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে দল তাতে রাজী হয়নি। তবে আজ ইতিমধ্যেই তাঁর চিকিৎসায় একটি মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে। সেখানে রয়েছেন পালমোনোলজিস্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ। এছাড়াও রয়েছেন, মেডিসিনের চিকিতসকেরা।বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অসুস্থতার খবর প্রসঙ্গে সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "গত কয়েকদিন ধরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শরীর ভালো যাচ্ছিল না।। ডাক্তার বলেছেন তারা হাসপাতালে নিয়ে যেতে চান। আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নই। তাই হাসপাতালে ভর্তি করা হবে।" এর আগেও অসুস্থ বুদ্ধদেবকে দেখতে তাঁর পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন মমতা।

বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক কিশোরের,
ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়

সানু ইসলাম : নিউজ সারাদিন : বিদ্যুতের খুটির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ যার জেরে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক কিশোরের।ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদহের চাঁচলের পৌহরিয়া এলাকায়। ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশের ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কিশোরের নাম শাহিন আক্তার (১৫) বাড়ি মালদায় চাচোল থানার খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজলাদহ গ্রামে।গতকাল পোহরিয়া থেকে আত্মীয়র বাড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন ওই কিশোর।পোহরিয়া এলাকার রাস্তা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকাই বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে কিশোরের বাইকটি ধাক্কা মারে। বাইক থেকে ছিটকে পড়েন ওই কিশোর।স্থানীয়রা তড়িঘড়ি করে তাকে চাচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসলে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক কিশোর শাহীন আক্তারকে মৃত বলে ঘোষণা করে। চাচল থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে,আজ শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। ওই কিশোরের মৃত্যুতে এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার
সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা
সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে
যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

মণিপুরে সহিংসতা কবলিত এলাকা
পরিদর্শনে গেলেন ভারতের বিরোধী দলের জোট 'ইন্ডিয়া'র সাংসদরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সহিংসতা কবলিত ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্য মণিপুর পরিদর্শনে গেলেন বিরোধীদলের জোট 'ইন্ডিয়া'র ২০ জন সংসদ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। ১৬টি রাজনৈতিক দলের ২০ জন সাংসদের ওই দলে আছেন কংগ্রেসের অধীর রঞ্জন চৌধুরী, গৌরব গগৈ, ফুলো দেবী নেতাম, কে সুরেশ; তৃণমূল কংগ্রেসের সুস্মিতা দেব; আম আদমি পার্টির সুশীল গুপ্তা; শিবসেনা'র (ইউবিটি) অরবিন্দ সাবন্ত; ডিএমকে'র কানিমোঝি করুনানিধি; জনতা দল ইউনাইটেড'র রাজিব রঞ্জন সিং ও অনিল প্রসাদ হেগড়ে; সিপিআই'র সন্দোশ কুমার; সিপিআইএমের এ এ রহিম, আরজেডির মনোজ কুমার ঝা; সমাজবাদী পার্টির জাবেদ আলী খান; ঝাড়খান্ড মুক্তি মোর্চার মহুয়া মাঝি; এনসিপির পি পি পি মোহাম্মদ ফাইজল; আরএলডির জয়ন্ত সিং; ভিসিকের থিরু থোল থিরুমাভালাবান ও ডি রবিকুমার; আরএসপির এন কে প্রেমাচান্দ্রন; আইইউএমএল্এর ইটি মোহাম্মদ বাসির প্রমুখ।

এরপর ৩ পাতায়

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

দিলীপ আলঙ্কারিক পদ হারালেন, রদবদলে তাঁকে সরিয়ে দিলেন নাড্ডা-অমিত শাহ

সর্বভারতীয় সহ সভাপতি করেছিলেন অমিত শাহ। মুকুলকে যাও বা দায়িত্ব বা মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, দিলীপবাবু গত দু'বছরে এই পদে থেকে সেই মর্যাদা বা দায়িত্ব পাননি।এমনিতেই সর্বভারতীয় সহ সভাপতির পদ আলঙ্কারিক। সংগঠনের বিষয়আশয়ে সাধারণত সভাপতির পর সাধারণ সম্পাদকরাই দায়িত্ব পান। সহ সভাপতিদের বিশেষ সাংগঠনিক দায়িত্ব থাকে না। বিজেপিতে গত তিন দশক ধরে দেখা গিয়েছে, রাজ্য স্তরের সমীকরণ ঠিক রাখতে বা কোনও প্রবীণ নেতাকে মর্যাদা দিতে সহ সভাপতি করা হয়েছে। বহু সময়েই তা হয়েছে, ওই নেতাকে রাজ্য সংগঠন থেকে বের করে আনতে।

যেমন এবার রদবদলে ছত্তীসগড়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংকে সহ-সভাপতি করা হয়েছে। একই ভাবে সহ সভাপতি করা হয়েছে রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়াকে। এর থেকে অনেকেই মনে করছেন, রাজস্থান ও ছত্তীসগড়ে আসন্ন বিধানসভা ভোটে তাঁদের আর মুখ্যমন্ত্রী পদ প্রার্থী করবেন না মোদী-শাহরা। পরিবর্তে নতুন মুখ আনা হবে।

দিলীপ ঘোষকে সাংগঠনিক পদ থেকে সরানো হলেও বিজেপির রাজ্য সম্পাদক পদে রেখে দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন সাংসদ অনুপম হাজরাকে। এই রদবদলের ব্যাপারে দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'হতে পারে যাঁরা লোকসভা ভোটে লড়বেন তাঁদের সাংগঠনিক দায়িত্বে রাখা হল না।' দিলীপের এই যুক্তি সঠিক হলে এবার লোকসভা ভোটে অনুপম হাজরা টিকিট না পাওয়ার কথা।

১-ম পাতার পর

বাংলায় হিংসা নিয়েও রাজ্য সরকারের মুখোশ খুলব: অনুরাগ

দেখা উচিত। প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে নিশানা করে অনুরাগ হলেন, অধীরজি, কোর্টে গিয়ে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন বাংলায় খুন হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের অপরাধ হচ্ছে। মানুষকে বাঁচান। আর কোর্টকেও এখন বলতে হচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি সামলাতে না পারেন তাহলে যোগীজির বুলডোজারই কাজে লাগান।

বিরোধীদের হিম্মত থাকলে আমি তাদের চ্যালেঞ্জ করছি সংসদে আসুন। আমরা আলোচনার জন্য তৈরি আছি। যে কোনও ইস্যুতে আলোচনা হোক। আপনাদের সব কথা শোনা হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলবেন। কিন্তু কংগ্রেস, সিপিএম ও অন্যান্য বিরোধী দল আলোচনা চায় না। কেবল খবরে থাকতে চায়। সংসদে আলোচনা মণিপুর নিয়ে আলোচনা হলে বাংলার হিংসা নিয়েও আলোচনা হবে। এই জন্যই আপনারা সংসদে চর্চা হতে দিতে চান না। আমরা সংসদে সব আলোচনাই করব। আর পশ্চিমবঙ্গের মুখোসও খুলব।বেআইনি নির্মাণ নিয়ে গতকাল তোপ দাগেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধয়ায়। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি এই সমস্যার সমাধান না করতে পারেন তাহলে বুলডোজার নীতি নেওয়া হোক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আজ বাংলায় এসে চলে যান কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ দেবের জন্মস্থানে। সেখান থেকে চলে যান খানাকুলে। দলের জয়ী প্রার্থীদের এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একদিকে যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে নিশানা করেন অন্যদিকে তেমনি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটকেও তুলোধনা করেন। টেনে আনেন অধীর চৌধুরী ও সিপিএমকে। মণিপুরে যেমন বিরোধী প্রতিনিধি দল গিয়েছে তেমনই এরাজ্যে এসে কীভাবে হিংসা হয়েছে তা দেখা উচিত।

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস তুলে ধরতে

দিল্লিতে তৈরি হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম জাদুঘর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও, তবে বিবেকানন্দকে পড়ো', মন্তব্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যেহেতু বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার সমৃদ্ধি, ঐতিহ্যের কথা বারবার উঠে এসেছে স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন মাত্রার লেখায়। উপনিষদীয় যুগ থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পরবর্তী আধুনিক ভারতের সেই ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে এবার বিশালাকার জাতীয় সংগ্রহশালা নির্মাণ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।ইতিমধ্যে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, পুরনো সংসদ ভবনের সাউথ এবং নর্থ ব্লক জুড়ে নতুন জাদুঘর নির্মিত হবে। উল্লেখ্য, ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টসে রাখা আছে বহু প্রাচীন চিত্রকলা, ভাস্কর্য, পাণ্ডুলিপি, সাংস্কৃতিক নিদর্শন। 'যুগে যুগে ভারতে'র নির্মাণের পর সেগুলি এই নয়া জাদুঘুরে ঠাঁই পেতে পারে। সেক্ষেত্রে গুরুত্ব কমবে পুরনো জাতীয় সংগ্রহশালার। চলতি বছরের মে মাসেই দিল্লির প্রগতি ময়দানের এক অনুষ্ঠানে 'যুগে যুগে ভারত' জাদুঘরের মডেল ভার্চুয়ালি ঘুরে দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যাঁরা তা দেখেছেন, তাঁরা উচ্ছ্বসিত। তাঁদের বক্তব্য হল, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালা হতে চলেছে দেশের এই জাদুঘর।যা হতে চলেছে বিশ্বের বৃহত্তম জাদুঘর। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'যুগে যুগে ভারত' । ভারতের পাঁচ হাজার বছরের পুরনো ইতিহাসের নিদর্শন থাকবে 'যুগে যুগে ভারত'-এ। দেশের ধারাবাহিক ইতিহাসের সম্যক ধারণা দেবে নয়া সংগ্রহশালা, এমনটা দাবি করা হচ্ছে কেন্দ্রের তরফে। ঠিক কীভাবে সাজানো হবে এই জাদুঘর?

আদি, মধ্য এবং আধুনিক যুগ সম্পর্কিত তথ্য এবং নিদর্শন থাকবে মিলবে জাদুঘরে। সেই কারণেই নাম 'যুগে যুগে ভারত'। সূত্রের খবর, জাদুঘরে মোট আটটি বিভাগ থাকবে। বিভাগগুলি হল প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান, প্রাচীন থেকে মধ্যযুগ, মধ্যযুগ, মধ্যযুগ থেকে উত্তরণ পর্ব, আধুনিক ভারত, ঔপনিবেশিক শাসন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ের ইতিহাস।গত বুধবার দিল্লিতে 'ইন্টারন্যাশনাল এগজিবিশন কাম কনভেনশন সেন্টার' ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'যুগে যুগে ভারত' জাদুঘর তৈরির কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । জানা গিয়েছে, মোট ১.১৭ লক্ষ বর্গমিটার জুড়ে তৈরি হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম এই জাদুঘর। তিন তলা সংগ্রহশালায় থাকবে ৯৫০টি কক্ষ। খরচ হবে কয়েক কোটি টাকা। ঐতিহাসিকরা বলেন, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি সবেতেই সমৃদ্ধ ছিল প্রাচীন ভারত। তা তুলে ধরতেই ভারতের প্রাচীন শহর পরিকল্পনা পদ্ধতি, বেদ, উপনিষদ, প্রাচীন চিকিতসা সম্পর্কিত বিভিন্ন পুঁথি, তথ্য এবং নিদর্শন রাখা হবে এই জাদুঘরে। এছাড়াও মৌর্য, গুপ্ত, মুঘল সাম্রাজ্যের মতো রাজবংশ সংক্রান্ত তথ্যও চেখে দেখতে পারবেন কৌতূহলীরা।

ডুমস-ডে ওয়েপন' বা ধ্বংসের অস্ত্র

রাশিয়ান যে অস্ত্রটি চিন্তা বাড়াচ্ছে গোটা পৃথিবীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সামরিক শক্তিতে বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়া অন্যতম। ধারাবাহিকভাবে তারা নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আর তারই জের ধরে এবার সমুদ্রের গভীরে চালাতে একটি ডুবন্ত নিউক্লিয়ার টর্পেডো তৈরি করছে রাশিয়া। বেশ কিছুদিন আগে এমন তথ্যই উঠে এসেছিল পেন্টাগনের রিপোর্টে।এ ব্যাপারে মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, রাশিয়া একইসঙ্গে একটি ড্রোনের মত ডিভাইস তৈরি করছে , যা জলের তলায় কাজ করবে। এই ডিভাইস সমুদ্রের তলায় কয়েক হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রেও পৌঁছে যেতে পারে। এমনকি মার্কিন মিলিটারি বেসগুলোকেও টার্গেট করতে পারে বলে মার্কিন অফিসারদের দাবি। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, রাশিয়ায় এই মুহূর্তে ২০০০ নন-স্ট্যাটেজিক পরমাণু অস্ত্র রয়েছে।

এর মধ্যে রয়েছে শর্ট রেঞ্জের ব্যালিস্টিক মিসাইল, গ্র্যাভিটি বম্ব ইত্যাদি। বম্বার এয়ারক্রাফটের মাধ্যমে এই বোমাগুলো ব্যবহার করা সম্ভব। সেই সময়কার যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি ডিফেন্স সেক্রেটারি প্যাট্রিক শানাহান জানিয়েছিলেন, 'এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রকে পরমাণু অস্ত্র প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে গুরুত্ব দিয়ে, একইসঙ্গে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে। যে খবর ইতিমধ্যেই গোটা বিশ্বের মাথা ব্যাথার কারন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের তৈরি একটি রিপোর্টে অন্যান্য দেশের নতুন অস্ত্র ভাণ্ডার সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্ট থেকেই জানা গেছে, রাশিয়া এই ইন্টারকন্টিনেন্টাল, পরমাণু চালিত ও পরমাণু অস্ত্রবাহী, ডুবন্ত ও স্বয়ংক্রিয় টর্পেডো তৈরি করছে। সাধারণ ভাষায় এই ধরনের যুদ্ধযানকে 'স্টেটাস-৬' আখ্যা দেওয়া হয়। একে 'ডুমস-ডে ওয়েপন' বা ধ্বংসের অস্ত্রও বলে থাকেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা।

শত্রুপক্ষের মাইন খুঁজতে

নৌসেনা নামাচ্ছে স্বয়ংক্রিয় ডুবোযান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জলের অভ্যন্তরে ঘুরবে মনুষ্যবিহীন স্বয়ংক্রিয় ছোট আকৃতির ডুবোযান। মূলত, জলের ভিতরে শত্রুপক্ষের মাইন খুঁজতে এই যান ব্যবহার করবে ভারতীয় সেনা। যার পোশাকি নাম 'নিরক্ষী'। এটি তৈরি করেছে গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স। শুক্রবার, গার্ডেনরিচ শিপ ইয়ার্ডে এই মেশিনের মূল কাঠামোর কার্যক্ষমতার পরীক্ষামূলক উদ্বোধন করেন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সচিব (রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট) ও ডিআরডিও চেয়ারম্যান ডক্টর সমীর ভি কামাত। জানানো হয়েছে, এই মেশিনটি ২.১৫ মিটার লম্বা। ওজন ৫০ কেজি। এটি জলের তলায় ৩০০ মিটার পর্যন্ত গভীরে যেতে পারবে এবং টানা ৪ ঘণ্টা কাজ করতে সক্ষম। সমুদ্রবন্দর বা উপকূল অঞ্চল এবং জাহাজ থেকেও এই মেশিনটিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। মূলত শত্রুপক্ষের মাইন খুঁজবে এই ডুবোযান।উপস্থিত ছিলেন গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্সের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর পি আর হরি প্রমুখ। বছর খানেকের মধ্যেই এই মেশিন নৌসেনার হয়ে কাজ শুরু করবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট মহল।

২ পাতার পর

মণিপুরে সহিংসতা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গেলেন ভারতের বিরোধী দলের জোট 'ইন্ডিয়া'র সাংসদরা

শনিবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে মনিপুরের উদ্দেশে রওনা দেন এই প্রতিনিধির দলের সদস্যরা। দুপুরে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে পৌঁছানোর কথা।

২৯ এবং ৩০ জুলাই-এই দুদিন তারা মণিপুরের সহিংসতা কবলিত এলাকা ঘুরে দেখবেন, নির্যাতিত নারী ও দুর্গতদের পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলবেন।

রবিবার মণিপুরের রাজ্যপাল অনুসূইয়া উইকে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। পরে দিল্লি ফিরে এসে অনুমতি পেলে সংসদে এই বিষয়গুলো তুলে ধরবেন। না হলে সংবাদ সম্মেলন করে মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতি গোটা ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরবেন।

এই সফর নিয়ে কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী জানান, আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে রাজনৈতিক ইস্যু নয়, মণিপুরের মানুষের ব্যথা বোঝার জন্য আমাদের এই সফর।

তিনি আরও জানান, মণিপুরের উদ্ভূত সংবেদনশীল পরিস্থিতির একটি সমাধান খুঁজে বের করার জন্য আমরা ক্রমাগতভাবে সরকারের কাছে আবেদন করে আসছি। এটা আইন-শৃঙ্খলার অবনতির বিষয় নয়। ওখানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এটা মণিপুরের প্রতিবেশী রাজ্যগুলোকেও প্রভাবিত করছে। কিন্তু সরকার তার দায়িত্ব পূরণ করেনি। তাই আমরা মণিপুরের মাটিতে বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে যাচ্ছি।

তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব জানান, আমরা উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব। মণিপুরের মানুষের বক্তব্য শোনাটা খুব জরুরি যে তারা কী চায়? রাজ্য সরকারের উচিত আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

ডিএমকে সংসদ সদস্য কানিমোজি করুণানিধি জানান, আমরা মণিপুরের সাথে মণিপুরের মানুষদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। আমরা তাদের জানাতে চাই যে আমরা তাদের পাশে আছি এবং তাদের হয়ে লড়াই করব। আমরা মণিপুরের রাজ্যপালের সাথে দেখা করার জন্য অনুমতি চেয়েছি। আমরা আশা করব প্রধানমন্ত্রী সংসদে মণিপুরের বিষয়টি নিয়ে বিবৃতি দিক।

এদিকে 'ইন্ডিয়া' জোটের সদস্যদের মণিপুর সফর নিয়ে তোপ দেগেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। কলকাতায় গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশ্নের উত্তরে অনুরাগ ঠাকুর বলেন, যারা আজকে মণিপুর যাওয়ার ঢং করছে, আমি তাদের কাছে এর আগেও জিজ্ঞাসা করেছি, কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধীরা পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত জায়গায় নারীদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং নির্বাচনের সময় যাদের হত্যা করা হয়েছে-সে সমস্ত জায়গায় যাবে কি না?

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সাংসদ ও লোকসভার কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে নিশানা করে তিনি বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় পশ্চিমবঙ্গে হত্যাকাণ্ড চলেছে। ৫৭ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ক্ষমতায় আসার জন্য পশ্চিমবঙ্গে হত্যার খেলা হয়েছে। সেখানকার আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। তাই অধীর চৌধুরীর কাছে আমার প্রশ্ন তারা কি বিরোধী জোটের বাকি ১৯টি দলকে মণিপুরের পর পশ্চিমবঙ্গে আনবে? পশ্চিমবঙ্গে যাদের হত্যা করা হয়েছে, তাদের বাড়িতে কি যাবে? রাজস্থানে প্রতিদিন নারীদের ওপর অত্যাচার করা হয়, তাদের ধর্ষণ করা হয়। সেখানকার নারীদের সাথে কংগ্রেসের কি কোনো সহানুভূতি নেই?

উল্লেখ্য, গত ৩ মে থেকে গত কয়েক মাস ধরে মণিপুরে লাগাতার সহিংসতার ঘটনা ঘটে চলেছে বলে অভিযোগ। নারীদের উপর অত্যাচার, বিবস্ত্র করে ঘোরানো, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, সড়ক অবরোধ, বোমা ও গুলির ঘটনা ঘটছে। সহিংসতায় এখন পর্যন্ত দেশে শতাধিক মানুষের প্রাণ হারানোর খবর মিলেছে।

সম্প্রতি ২ নারীকে বিবস্ত্র করে প্যারেড করানোর একটি ভিডিও ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে যায় গোটা দেশজুড়ে। এ ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করে উত্তাল হয়েছে সংসদ। এমন এক পরিস্থিতিতে বিরোধী দলের জোট 'ইন্ডিয়া'র সাংসদদের মণিপুর সফর।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২০৯ সংখ্যা ৩০ জুলাই, ২০২৩ রবিবার ১৩ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

অনাস্থা সত্ত্বেও বিল পাশ, ফের সরব বিরোধীরা

বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব আনা সত্ত্বেও লোকসভায় আজও তিনটে বিল পাশ করিয়ে নেয় শাসক শিবির। অনাস্থা প্রস্তাব আনা সত্ত্বেও সরকার যে ভাবে বিল পাশ করিয়ে যাচ্ছে তা সংসদীয় প্রথা-বিরোধী বলে আজও সরব হন বিরোধী সাংসদেরা।মণিপুর নিয়ে আলোচনার দাবিতে আজ দফায় দফায় ভেস্তে যায় রাজ্যসভার অধিবেশন। আজ সবর্দলীয় বৈঠকেও সংসদের অচলাবস্থা কাটার প্রশ্নে কোনও সমাধান সূত্র পাওয়া যায়নি। বৈঠকের পরে রাজ্যসভার দলনেতা পীযূষ গয়াল বলেন, "একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই অচলাবস্থা কাটা সম্ভব।" তিনি দাবি করেন, "সরকার সব বিষয়ে আলোচনায় প্রস্তুত। রাজ্যসভার নিয়মাবলীর ১৭৬ ধারায় মণিপুর নিয়েও আলোচনা করতে রাজি সরকার। তবে কেবল মণিপুরই নয়, অনেক সাংসদ রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তীসগঢ়ে মহিলাদের উপরে হওয়া অত্যাচার নিয়েও আলোচনার দাবি করেছেন। সরকার চায় বিরোধীরা সকলেই যেন ওই আলোচনায় যোগ দেন।"লোকসভার অধিবেশন শুরু হতেই ওই কক্ষে কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার দাবিতে সরব হন।গত বুধবার সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন। সে দিনই তা গৃহীত হয়। তার পরে দু'দিন কেটে যাওয়া সত্ত্বেও কেন তা নিয়ে আলোচনা শুরু হল না তা জানতে চেয়ে সরব হন অধীর। তিনি বলেন, "১৯৭৮ সালের ১০ মে ততকালীন (মোরারজি দেশাই) সরকারের বিরুদ্ধে বিপক্ষ অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল। সে দিনই আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এখন কেন দেরি হচ্ছে?" জবাবে সংসদীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী স্পিকার ওম বিড়লাকে উদ্দেশ করে বলেন, "নিয়ম অনুযায়ী দশ দিন সময় রয়েছে। আপনি যবে সিদ্ধান্ত নেবেন সেই দিন থেকেই আলোচনার জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি। আমাদের কাছে সংখ্যা রয়েছে। এর পরেও যদি বিরোধীদের মনে কোনও সংশয় থাকে তাহলে কোনও বিলের ভোটাভুটি করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে সংখ্যা কাদের সঙ্গে রয়েছে।" এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হলে অধিবেশন বেলা বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেন স্পিকার। অনাস্থা প্রস্তাব আনা সত্ত্বেও সরকার কী ভাবে একের পর এক বিল পাশ করিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে সংসদের বাইরে সরব হন কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারি। তিনি বলেন, "১৯৬৬ সালের ২৬ জুলাই ততকালীন সংসদীয় মন্ত্রী সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিন্‌হা জানিয়েছিলেন, যদি অনাস্থা প্রস্তাব আসে তাহলে ভোটাভুটি না হওয়া পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বিল পাশ করানো যায় না। অথচ এখন সংসদীয় প্রথাকে এড়িয়ে গিয়ে একের পর এক বিল পাশ করিয়ে নিচ্ছে সরকার।" শাসক শিবির সূত্রের মতে, প্রধানমন্ত্রী গত দু'দিন ধরে দিল্লির বাইরে। তাই অনাস্থা প্রস্তাব এ সপ্তাহে না আসলেও, আগামী সপ্তাহের শুরুতে আসতে চলছে বলে দাবি করেছেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব।বিরোধীদের আপত্তি সত্ত্বেও বেলা বারোটায় অধিবেশন শুরু হলে হট্টগোলের মধ্যেই তিনটি বিল পাশ করিয়ে নেয় সরকার। গত কাল সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় স্বচ্ছতার সঙ্গে খনন বরাত দেওয়ার প্রশ্নে আনা 'অফশোর এরিয়া মিনারেল' বিলটি পেশ করেছিল সরকার। আজ তা পাশ করিয়ে নেয় সরকার। এ ছাড়া আজ 'ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল আইন'-এর পরিবর্তে 'ন্যাশনাল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কমিশন' গঠন সংক্রান্ত বিলটি প্রথমে পেশ ও তার পরে হট্টগোলের মধ্যে পাশ করিয়ে নেয় সরকার। একই ভাবে দন্ত চিকিতসা সংক্রান্ত 'জাতীয় ডেন্টাল কমিশন বিল' আজ পাশ হয়েছে। মূলত নার্সিং ও দাঁতের চিকিতসা সংক্রান্ত পাঠ্যক্রমের খোলনলচে বদলে ফেলার লক্ষ্যে ওই বিল দু'টি আনা হয়েছে। ওই তিনটি বিল পাশ করানো সত্ত্বেও আজ পেশ হয়েছে আইআইএম সংশোধনী বিলটি। তারপরেই দিনের মতো অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

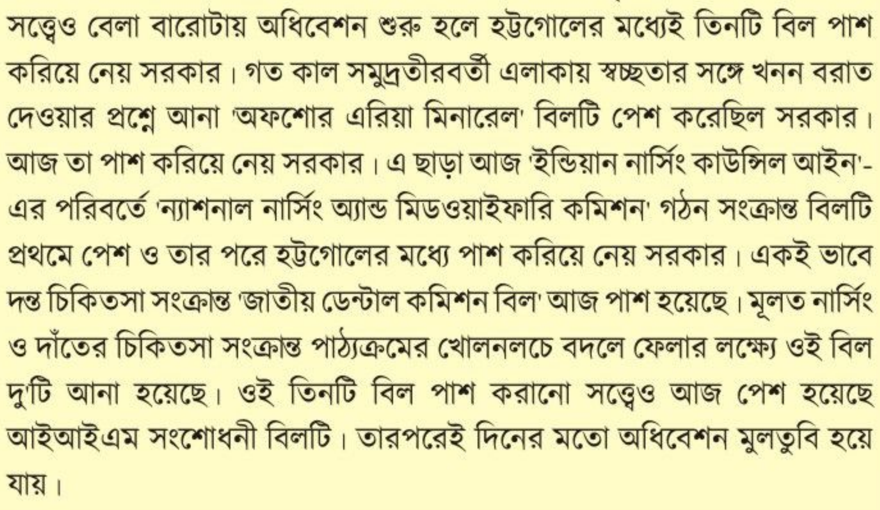

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেই কারণে আর সেই তথ্য খুঁজতে গিয়েই বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য বেরিয়ে আসে যা আজও হিন্দু সনাতনী ধর্মের সঙ্গে অনেকটাই মিল আছে। প্রাচীন সনাতনী ধর্ম অবলম্বী কিছু মানুষ তাদের কর্ম, শিক্ষা, ও ধর্ম সংস্কৃতিবান দিয়ে তাদের নিজেরাই আজ সত্যের পথের পথিক হয়ে ঈশ্বরের পরিণতি হয়েছে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

উৎসব বা পূজা পার্বণের সময়ক্ষণ নির্ধারিত হয় ঋতুর সঙ্গে সমন্বয় রেখে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন মাতানো শিউলি ফুলের গন্ধে, সুখের আনন্দে মেতে উঠেছি উৎসবের মেজাজে।পরিবেশ দেখে মনের ভিতর অনুভূতি জেগে উঠেছে শারদ উৎসবের আগমনী বার্তা।সত্যি তো তাই, এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের মধ্যে সুখ দুঃখ অনুভূতিটাই ভুলতে বসেছিলাম।আজকের দিনে আমরা অনেকেই গৃহবন্দি ,অনেকে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোগাড় করাটা বড় দায় হয়ে গেছে ।আর ব্যবসায়ীদের কপালে ভাঁজ পড়েছে।শারদ উৎসবে ব্যবসায়ীরা যেভাবে জীবন জীবিকা অর্জনের মূল অর্থটা এই সময়ে উপার্জন করে নেয়, আজ যেনো সেসব বিশবাঁও জলে।এবছরের পুজোতে মানুষরে অর্থ উপার্জনের রাস্তা তেমন নেই। কোন রকম বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্বজুড়ে মানুষ।দীর্ঘ আট মাসের ওপর হয়ে গেল মানুষ অর্থ হীন অবস্থায় কবলে পড়ে রয়েছে, অথচ সরকারের কোনো হেলদোল নেই, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের।মানুষের বেঁচে থাকার তাগিদে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রুটি-রোজগারের দিকে তাকিয়ে পূজা অনুমতি দিয়ে যেন ভীষণ অপরাধ করে ফেলেছে। তেমনি ইঙ্গিত বিরোধীদলের মুখে।যখন তারা কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে নবান্ন অভিযান করে তখন করো না ছিল না।দুর্গা পুজোতে যেখানে মানুষের রুটি রোজগারের বিশেষ সময়, সেই সমযে করোনা যেন মহামারী আকার ধারণ করেছে, তেমনি ইঙ্গিত আদালতের রাযে।তাহলে এত মানুষের জীবন-জীবিকা যে ভাটা পড়বে, সে বিকল্প ব্যবস্থা কি সরকারের কোনো পক্ষই কেউ ভেবেছে। তবে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে।যাক এসব কথা নিয়ে আজ আমার লেখার বিষয়বস্তু ছিল আমি ফিরে আসি শারদ উৎসবে কথাতে। প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয় রেখেই তো মানুষের জীবন। ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন ধারার পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীর সব প্রান্তের মানুষই প্রকৃতি নির্ভর।তাই বাঙ্গালীদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। প্রতি পার্বণের সময়ক্ষণ নির্ধারিত হয় ঋতুর সঙ্গে সমন্বয় রেখে। গ্রীষ্মের দহন জ্বালায় যখন মানুষ জর্জরিত, প্রকৃতি দেবী নিয়ে আসেন তখন বর্ষা ঋতুকে। বর্ষণসিক্ত ধরিত্রী মিষ্টি সূর্যালোকের স্পর্শে যখন গাছে গাছে ফুলের সম্ভারে ভরিয়ে দেন, স্বচ্ছ নীল আকাশে তখন ভেসে আসতে থাকে সাদা মেঘরাশি, শরতের আগমন। শিউলি ফুলের প্রাণ মাতানো গন্ধে, বাংলাদেশের মাঠেঘাটে ফুটে থাকা কাশফুলের হিল্লোলে মন মাতোয়ারা হয়। ঠিক সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে বড় সামাজিক উৎসব দুর্গাপুজো পালিত হয়। বহু অর্থের লেনদেন হয় এই একটি উপলক্ষ্যে। বহু মানুষের সারা বছরের খোরাক উঠে আসে এই সুবাদে। কুমোরটুলিতে যাঁরা প্রতিমা গড়েন, যাঁরা মণ্ডপ গড়েন, যাঁরা মূর্তির সাজপোশাক তৈরি করেন, যাঁরা আলোকসজ্জার কাজ করেন, এরকম বহু পেশা আর ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন, যাঁরা মূলত গ্রামাঞ্চলের, তাকিয়ে থাকেন এই উৎসবের দিকে। করোনার আবহে এই বছর পুজো হবে কি না, সে নিয়ে একটা প্রশ্নচিহ্ন এখনও ঝুলছে। যেহেতু উৎসব মানেই জনসমাগম এবং একসঙ্গে অনেক লোক মানেই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। তবে এসব আশঙ্কা কাটিয়ে উৎসবের মেজাজে মেতে উঠেছিল সারাবাংলা। হাইকোর্টে রয়ে স্তব্ধতা হয়ে গেল। প্রাকৃতিক নিয়মে মেতে ওঠে উৎসবের মেজাজ, সিঞ্জুর সাথে যেন আজ ভাটা পড়েছে।আমাদের দেশে ছয়টা ঋতুর হলেও, নরওয়েতে ঋতু চারটে। শরৎকাল না থাকায় নীল আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা দেখার আনন্দ পাওয়া যায় না। নরওয়ে এমনিতেই ভারী সুন্দর দেশ। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মন প্রাণ ভরে ওঠে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ষষ্ঠী সপ্তমী পূজোর দিন যখন পূজামণ্ডপে পৌঁছই, হেমন্তের হিমের পরশ সারা শরীরে ছুঁয়ে যায়। পূজার দুদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় মণ্ডপসজ্জা। প্রবেশদ্বারের দুই পাশেই মাটির ঘটের উপরে ডাবের স্থাপনা। পুরোহিত মশাই সিঁদুর বর্ণে স্বস্তিকা এঁকে দিয়েছেন ডাবের উপরিভাগে। মৃদু ঢাকের আওয়াজ, কাঁসর ঘন্টার আওয়াজে মনের সঙ্গে সঙ্গে নেচে ওঠে পা দুটোও। এসব কিছু এবছর যেন স্তব্ধতা হয়ে গেল,দুটি কারণে একটি হচ্ছে মহামারী করোনাভাইরাস অন্যটি হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টের রায়।হাইকোর্ট জানিয়েছে শুধুমাত্র পুজো উদ্যোক্তারা মণ্ডপে ঢুকতে পারবেন। তা-ও এক সঙ্গে ১৫ থেকে ২৫ জনের বেশি নয়। পাশাপাশি এ দিন হাইকোর্টের বেঞ্চ জানিয়েছে, রাস্তায় ভিড় নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা অভিযান চালাতে হবে প্রশাসনকে। পুজোয় স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল চিকিৎসকমহল। এর পরই রাজ্যে ভিড় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করা হয়। শুনানিতে রাজ্যের কাছে জানতে চাওয়া হয় ভিড় নিয়ন্ত্রণের রূপরেখা। পুজোয় ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য গাইডলাইন তৈরিতেও মুখ্য এবং স্বরাষ্ট্রসচিবকে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, "তিন হাজার পুজোমণ্ডপ আছে। ৩০ হাজার পুলিস আছে। খুব বেশি হলেও তা ৩২ হাজার হতে পারে। ফলে ট্রাফিক কন্ট্রোল, রোজকার বিভিন্ন তদন্তের কাজ করে তিন হাজার পুজোমণ্ডপে ভিড় সামলানো সম্ভব নয়। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা-সহ একাধিক পরিষেবা নেই।"হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, এ বার পুজোর ভার্চুয়াল কভারেজ হোক। সাধারণ মানুষ অনলাইনে দেখবেন। প্যান্ডেলের জায়গাটি ব্যারিকেড করতে হবে। সেখানে 'নো এন্ট্রি' লিখে দিতে হবে।মণ্ডপে কারা ঢুকতে পারবেন, আগে থেকে তার তালিকা তৈরি হবে। সেই তালিকা অনুযায়ীই মণ্ডপে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে, এ দিন এমনই জানিয়েছে হাইকোর্ট। মানুষের জীবনের মূল্য দিতে হয়তো আদালত এই রায় দিয়েছে, কিন্তু অনেকেই মনে করছে এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রমাণিত আছে। যত লোকের তত্ত্বকথা, হাইকোর্টের রায় খুব পরিষ্কার করে বলেছেন পূজা হবে কিন্তু নিয়ম মেনে।এটি সাধারণ মানুষের অনেকটাই মঙ্গল হবে তেমনি ইঙ্গিত মিলেছে চিকিৎসা দের কাছে থেকে। যা কিছু হয়ে যাক না কেন গ্রাম্যমানুষ ঈশ্বর ভক্ত আর পুজোয় হয়তো মেতে উঠতে পারে বিগত পূজার মতন করে।গ্রামের মানুষটা যেমনি ভাবে আইনটি মান্যতা দেয় না, এটা বহুদিন ধরে আমি নিজে উপলব্ধি করে আসছি। এসব কথা লিখে সময় নষ্ট করার ইচ্ছা নেই, তবে বেশ কিছু মানুষের মুখে কথা শুনতে পাওয়াতে তাই লিখতে বাধ্য হলাম। ফিরে আসি দুর্গাদেবীর মূল কাহিনীতে।শাস্ত্রমতে একই মাসে দু'টো অমাবস্যা থাকলে তাকে মল মাস বলে। মল মাসে কোনও পুজো হয় না। শুধু পুজোই নয় কোনও শুভ অনুষ্ঠানও মল মাসে করা যায় না। পিতৃপক্ষ শেষ হওয়ার পরই দুর্গাপুজো শুরু হত, কিন্তু এ বছর তা হচ্ছে না কারণ পিতৃপক্ষ শেষ হওয়ার পরই আশ্বিন মাসের অধিকমাস বা মলমাস শুরু হচ্ছে। তাই এ বছর মা দুর্গা আসছেন কার্তিক মাসে। পুরোহিতরা বলছেন, দু'টি অমাবস্যা থাকায় ১৪২৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস মল মাস তাই পুজো এবার শরতে নয়, হেমন্তে 'শারদীয়া' উৎসব হলেও তা হবে 'হৈমন্তিক' তবে এই প্রথম নয়, এর আগে ১৯৮২ ও ২০০১ সালে একই কারণে মহালয়া ও দুর্গাপুজো শুরুর ব্যবধান প্রায় একমাস হয়েছিল।

কেন আসে মলমাস? কেনই বা এই মাসে পুজো ও অন্যান্য শুভ কাজ অনুষ্ঠিত হয় না?প্রতি তিন বছর অন্তর একটি অধিকমাস আসে। সূর্য ও চন্দ্র মাসের গণনার ওপর ভিত্তি করে হিন্দু ক্যালেন্ডার চলে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী একটি সূর্যবর্ষ ৩৬৫ দিন ও প্রায় ৬ ঘণ্টার হয়ে থাকে। আবার চন্দ্রবর্ষ ৩৫৪ দিনের হয়। এই দুইয়ের মধ্যে ১১ দিনের পার্থক্য। টানা তিন বছরে এটি এক মাসের সমান হয়ে যায়। এই অতিরিক্ত মাসের পার্থক্য দূর করার জন্যই প্রতি তিন বছরে একবার অতিরিক্ত মাস আসে। একেই অধিকমাস বলা হয়। এ বছর আশ্বিন মাসই সেই অধিকমাস।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

কোয়েল-শ্রাবন্তী-সায়ন্তিকা-শুভশ্রীদের মহানায়ক সম্মাননা প্রদান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : 'মহানায়ক সম্মাননা' প্রদান করা হয় অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক, শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি, সায়ন্তিকা ব্যানার্জি, শুভশ্রী গাঙ্গুলী এবং অঙ্কুশ হাজরাকে ২৪ জুলাই, বাংলা চলচ্চিত্রের বলিষ্ঠ অভিনেতা প্রয়াত মহানায়ক উত্তম কুমারের ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে সোমবার কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়াম আয়োজিত এক অনুষ্ঠান থেকে চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের কারণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তরফে 'মহানায়ক সম্মাননা' ও 'বিশেষ চলচ্চিত্র সম্মাননা' প্রদান করা হলো।

'মহানায়ক সম্মাননা' প্রদান করা হয় অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক, শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি, সায়ন্তিকা ব্যানার্জি, শুভশ্রী গাঙ্গুলী এবং অঙ্কুশ হাজরাকে। অন্যদিকে 'বিশেষ চলচ্চিত্র সম্মাননা' প্রদান করা হয় অভিনেত্রী সোহিনী সরকার, অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য এবং চিত্রপরিচালক হরনাথ চক্রবর্তীকে।

এদিন তাদের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এ সময় পাশে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, ফিরহাদ হাকিম শহর টালিগঞ্জের এক ঝাঁক তারকা। এরপর পুরস্কার প্রাপকদের সাথে ফটোসেশনে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী।

পরে মমতা বলেন, 'আমরা আজকে উত্তম কুমারের মৃত্যু দিবস পালন করছি। আমি কখনোই উত্তম কুমারের সাক্ষাৎ বা দর্শন পাইনি। কিন্তু আমার একটা ছোট্ট ঘটনা মনে আছে। আমি এবং আমার মা আমাদের বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। রাত সাড়ে নটা নাগাদ দু'জনে গল্প করছিলাম। এসময় রাস্তা দিয়ে কয়েকটি ছেলে-মেয়ে আলোচনা করতে করতে যাচ্ছিল যে, উত্তম কুমার মারা গেছেন। তা শুনে আমরা খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। সেই থেকে আমরা কোনোদিন এই দিনটাকে ভুলতে পারি না।'

তিনি আরো বলেন, '২০১১ সালে আমাদের সরকার ক্ষমতার পর থেকে উত্তম কুমারের পরিবারের সবাইকে নিয়ে এবং চলচ্চিত্র জগতকে সাথে নিয়ে আমরা তাকে স্মরণ করে আসছি।'

এদিনের অনুষ্ঠানের সম্মান প্রাপকদের অভিনন্দন জানিয়ে মমতা বলেন, 'যারা সম্মান পেলেন তাদের জীবনে এই সম্মান অনেক গর্বের। কারণ, মহানায়কের নামটা এই সম্মানের সাথে জড়িয়ে। তাছাড়া উত্তম কুমার তার নিজের দক্ষতায় মহানায়ক হয়েছেন। মানুষ তাকে ভালোবেসে মহানায়ক হিসেবে আপন বলে গ্রহণ করেছেন। চিরদিন তিনি মানুষের মননে থাকবেন।'

মূল অনুষ্ঠানের পরে সংগীত পরিবেশন করেন নচিকেতা চক্রবর্তী, মনোময় ভট্টাচার্য, বাবুল সুপ্রিয়, মিস জোজোসহ বাংলা সংগীত জগতের বিশিষ্ট শিল্পীরা।

মণিপুর কাণ্ড নিয়ে প্রিয়াঙ্কার প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কোথাও অন্যায়-অবিচার দেখলে নীরব থাকতে পারেন না প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। এবার এই বলিউড তারকা ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন নিজ দেশের একটি অমানবিক দৃশ্য চোখে পড়ায়।

সম্প্রতি ভারতের মণিপুরের দুই নারীকে লাঞ্ছিত করার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। যাদের বিবস্ত্র করে পথে হাঁটানো হয়েছে, কোন অপরাধে তাদের এমন শাস্তি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ভারতজুড়ে। প্রতিবাদে মুখর পুরো দেশ। এবার সেসব প্রতিবাদীর দলে ভিড়েছেন বলিউড ডিভা প্রিয়াঙ্কা।

ভিডিও দেখে শিউরে ওঠা এই অভিনেত্রী ও সমাজকর্মী সরাসরি দাবি তুলেছেন, অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। এ ধরনের ঘটনা মেনে নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এদিকে ক'দিন আগে প্রিয়াঙ্কা আওয়াজ তুলেছিলেন হলিউডের আন্দোলনরত 'দ্য স্ক্রিন অ্যাক্টর্স গিল্ড' সংগঠনের সদস্যদের পক্ষে, যারা বেতন বৃদ্ধি ও কৃত্রিম মেধা ব্যবহারের বিরুদ্ধে এ আন্দোলনে নেমেছিলেন।

শুধু প্রিয়াঙ্কা নন, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পরে যোগ দিয়েছিলেন হলিউডের নামি তারকারাও। শুধু নিজ পেশার মানুষ নন, প্রিয়াঙ্কা যুদ্ধবিধ্বস্ত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত দেশগুলোর অসহায় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন সব সময়। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্যও কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে।

কোথায় 'ডেট'-এ গেলেন আদিত্য-অনন্যা?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চুটিয়ে প্রেম করছেন বলিউড অভিনেতা আদিত্য রায় কাপুর ও অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডে। বলিপাড়ার সর্বত্র এখন যেন তাদেরই প্রেমের গুঞ্জন। দীর্ঘ দিন ধরেই বলিউডের অন্দরে কানাঘুষা চলছিল তাদের এই সম্পর্ক নিয়ে। সম্প্রতি সেই জল্পনা আরও উস্কে দিয়েছেন তারা। দেশের জনপ্রিয় পোশাকশিল্পী মণীশ মলহোত্রার ফ্যাশন শোয়ে এক সঙ্গে র‍্যাম্প মাতিয়েছিলেন আদিত্য এবং অনন্যা। তখনও দর্শক ও অনুরাগীদের নজরে পড়েছিল তাদের সম্পর্কের রসায়ন।

সম্প্রতি বিদেশের মাটিতেও ধরা পড়েছে তাদের প্রেম। স্পেন, পর্তুগালের আনাচকানাচে একে অপরের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছেন আদিত্য এবং অনন্যা। অনুরাগী এবং ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরাকে পাত্তা না দিয়ে প্রকাশ্যে প্রেম করে বেরিয়েছেন চর্চিত এই যুগল।

অবশেষে দিন কয়েক আগে দেশে ফেরেন আদিত্য ও অনন্যা। বিমানবন্দরে চর্চিত যুগলকে একসঙ্গে দেখা না গেলেও দুই অভিনেতার চোখমুখের ভাবভঙ্গিতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাদের সমীকরণ। মায়ানগরীতে পা রেখেও প্রেমে ভাটা পড়েনি চর্চিত যুগলের। সম্প্রতি অনন্যাকে নিয়ে গাড়িতে করে কোথাও যেতে দেখা গিয়েছিল আদিত্যকে। এবার জানা গেল, একসঙ্গে একটি ছবি দেখতে গিয়েছিলেন তারা। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে গ্রেটা গারউইগ পরিচালিত ছবি 'বার্বি'। মুম্বাইয়ের এক প্রেক্ষাগৃহে ওই ছবিই দেখতে গিয়েছিলেন আদিত্য ও অনন্যা। প্রেক্ষাগৃহে একাধিক অনুরাগীর সঙ্গে ছবিও তোলেন তারা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও।

অন্যদিকে, সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামের পাতায় বিদেশে ছুটি কাটানোর একাধিক ছবি পোস্ট করেছেন অনন্যার মা ভাবনা পাণ্ডে। সেই ছবিতে রয়েছেন চাঙ্কি পাণ্ডে, ভাবনা নিজে। তাছাড়াও দেখা গেছে অনন্যার ছোট বোন রাইসাকেও। স্পেনে একসঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছিলেন তারা সবাই। ইনস্টাগ্রামে ভাবনার পোস্ট করা এই ছবি দেখে অনুরাগীদের প্রশ্ন, তবে কি অনন্যার গোটা পরিবারের সঙ্গেই ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন আদিত্য? চর্চিত যুগলের সম্পর্কে কি তবে সিলমোহর দিয়েছে অনন্যার পরিবারও?

বিজয় সেতুপাতিকে যা বলে পরিচয় করালেন শাহরুখ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নানা লুকে হাজির হয়ে প্রিভিউতে আগেই চমকে দিয়েছেন শাহরুখ খান। তার জওয়ান সিনেমার লুক অনেকের চোখেই আগুনের ফুলকি ছুটিয়েছে।

এরপর জওয়ান সিনেমার সহশিল্পী নয়নতারাকেও পরিচয় করে দিয়েছিলেন শাহরুখ। যেখানে তিনি লিখেছিলেন, 'সে হলো বজ্র যে ঝড়ের আগে আসে।'

এবার আরেক সহশিল্পী বিজয় সেতুপাতির লুকও শেয়ার করলেন শাহরুখ খান। তার পরিচয় করাতে কিং খান লিখেছেন, তিনি মৃত্যুর ঠিকাদার। শাহরুখ ক্যাপশনে লিখেছেন, কেউ তাকে থামাতে পারবে না। তাকে থামানোর মতো কেউ কী এখানে আছে?

হারমানপ্রীতের

'কঠোর শাস্তি' চান ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররাও

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মিরপুরে বাংলাদেশ নারী দলের বিপক্ষে তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে ব্যাট দিয়ে স্টাম্পে আঘাত করেন ভারত নারী দলের অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর। ম্যাচ শেষেও আম্পায়ারিং নিয়ে নানারকম অপেশাদারিত্ব মন্তব্য করেন তিনি। বিতর্কিত সব মন্তব্য আর কাণ্ডে ভারতীয় অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌরকে ৭৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। সঙ্গে দেওয়া হয়েছে ৩ ডিমেরিট পয়েন্ট।

তবে হারমানপ্রীত কৌরের আচরণ নিয়ে শাস্তি হওয়ার পরও সমালোচনা থেমে নেই। হারমানপ্রীতের কঠোর শাস্তি চাইলেন ভারতের ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার মদন লাল। তিনি টুইটারে লিখেছেন, বাংলাদেশ মেয়েদের বিপক্ষে হারমানপ্রীতের আচরণ ছিল পীড়াদায়ক। সে খেলার চেয়ে বড় নয়। ভারতের ক্রিকেটের জন্য সে দুর্নাম বয়ে এনেছে। তার বিরুদ্ধে বিসিসিআইয়ের কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার আনজুম চোপড়াও সমালোচনা করেছেন হারমানপ্রীতের। হিন্দুস্তান টাইমসকে তিনি বলেন, রাগ কমে যাওয়ার পর সে যখন শান্ত হবে, আমি নিশ্চিত, অসন্তুষ্টি প্রকাশে যে তার আরও সচেতন হওয়া দরকার, সেটা নিজেই বুঝবে। অসন্তুষ্টি প্রকাশে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু কীভাবে আর কখন করবে, সেটা দেখতে হবে। কথা বলার সময় শব্দচয়নে ওর আরও যত্নশীল হওয়া উচিত।

উল্লেখ্য, আম্পায়ারদের রিপোর্ট অনুযায়ী- ম্যাচ রেফারি আখতার আহমেদ ভারতীয় অধিনায়ককে ৭৫ শতাংশ জরিমানা করেছেন। ৫০ শতাংশ ম্যাচে স্টাম্প ভাঙায় আর বাকি ২৫ শতাংশ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শিষ্টাচারবহির্ভূত মন্তব্য করায়। তিনি লেভেল ১ ও ২ আচরণবিধি ভেঙেছেন। যার জন্য তার নামের পাশে ৩টি ডিমেরিট পয়েন্টও যোগ হয়েছে। লেভেল ২ এর অপরাধের কারণে তাকে এই শাস্তি দেয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে আর ১টি ডিমেরিট পয়েন্ট পেলেই তিনি একটি টেস্ট ম্যাচ অথবা দুটি সীমিত ওভারের ম্যাচে নিষিদ্ধ হবেন।

অ্যাশেজ ধরে রেখেও

খুশি নন কামিন্স

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চার বছর আগের ইংল্যান্ড সফরে চতুর্থ টেস্ট শেষে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে অ্যাশেজ ধরে রাখার উৎসবে মেতে উঠেছিল অস্ট্রেলিয়া। এবারও চতুর্থ টেস্ট শেষে সেই একই মাঠে নিশ্চিত হয়ে গেল অ্যাশেজ ধরে রাখা। তবে বড় কোনো উদযাপন এবার করেননি অস্ট্রেলিয়া দল। ফল পক্ষে এলেও ধরন যে পছন্দ হয়নি প্যাট কামিন্সের! অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক জানিয়ে দিলেন, পরের টেস্টের জন্য উদযাপন তুলে রাখতে চান তারা।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টের শেষ দিনটি বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় নিশ্চিত হয়ে যায়, সিরিজ আর হারছে না অস্ট্রেলিয়া। সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে এজবাস্টন ও লর্ডসে জয়ের পর কামিন্সরা হেরে যান হেডিংলি টেস্টে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডেও ইংলিশদের দাপুটে পারফরম্যান্সে তিন দিন পরই হারের শঙ্কায় পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। তবে চতুর্থ দিন থেকে বাগড়া দেয় বৃষ্টি। চতুর্থ দিনে খেলা হতে পারে কেবল ৩০ ওভার। শেষ দিনে হয়নি একটি বলও। নাগালে গিয়েও তাই দূরে সরে যায় ইংল্যান্ডের জয়। ম্যাচ শেষে বিবিসিকে দেওয়া কামিন্সের প্রতিক্রিয়ায় তাই থাকল মিশ্র অনুভূতির প্রকাশ। তিনি জানান, অ্যাশেজ ধরে রাখতে পারা দারুণ। তবে অবশ্যই এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে আমরা এটা চাইনি। খানিকটা তাই অদ্ভুতুড়ে লাগছে। বৃষ্টি হয়তো আমাদের সহায়তা করেছে। তবে ফলাফল আমাদের জন্য দারুণ। দল হিসেবে আমরা গর্বিত যে ধরে রাখতে পেরেছি (অ্যাশেজ)। কিন্তু আমরা জানি, পরের সপ্তাহে বেশ কিছু কাজ আমাদের বাকি আছে।

পুরোপুরি তৃপ্ত নন বলেই উদযাপন সেভাবে করছে না অস্ট্রেলিয়ানরা। বৃহস্পতিবার ওভালে শুরু সিরিজের শেষ টেস্ট। ওই ম্যাচ জিতে ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়কে সঙ্গী করে দেশে ফিরতে চান কামিন্স।

পানামার জালে ব্রাজিলের চার গোল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নারী বিশ্বকাপে দারুণ সূচনা করল ব্রাজিল। এরি বোরগেসের হ্যাটট্রিকে পানামাকে রীতিমতো ছন্নছাড়া করে দিয়েছে সাম্বার দেশ।

সেলেসাওরাদের কাছে ৪-০ গোলের ব্যবধানে হেরে পানামা। অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেইডের হিন্ডমার্শ স্টেডিয়ামে 'এফ' গ্রুপের এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়।

শুরু থেকেই পানামাকে চেপে ধরে ব্রাজিলের মেয়েরা। ১৯ মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পায় সেলেসাওরা। গোলটি করেন এরি বোরগেস (১-০)। ৩৯ মিনিটে তিনি করেন আরো একটি গোল। ৭০ মিনিটে দল পায় চতুর্থ গোলের দেখা আর হ্যাটট্রিক পূরণ করেন বোরগেস।

নারী ফুটবল বিশ্বকাপ

ইতালির কাছে হারল আর্জেন্টিনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নারী ফুটবল বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইতালির কাছে ১-০ গোলে হেরেছে আর্জেন্টিনার মেয়েরা। শুরু থেকেই রক্ষণাত্মকভাবে খেলে আর্জেন্টিনা। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। শেষ দিকের গোলে জয় তুলেন নেয় ইতালি।

বিশ্ব ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে আর্জেন্টিনার মেয়েদের অবস্থান ২৮, ইতালি আছে ১৬তে। সোমবার নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে 'জি' গ্রুপের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইতালির হয়ে ৮৭তম মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন ক্রিস্টিনা জিরেল্লি।

বাবর-রিজওয়ানরা যে কারণে

কেন্দ্রীয় চুক্তিতে সই করছেন না

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বেতন ভাতা নিয়ে ক্রিকেট বোর্ডের সাথে ঝামেলায় জড়িয়েছেন পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা। বিশ্বকাপের আগেই বেঁকে বসেছেন বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানরা।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড-পিসিবির ক্রিকেটারদের গত (২০২২-২৩) মৌসুমের চুক্তির মেয়াদ গত ৩০ জুন শেষ হয়েছে। তবে চলতি (২০২৩২৪) মৌসুমের চুক্তিতে সই করছেন না বাবররা।

নতুন চুক্তিতে বেতন বেড়েছে। তবে তাতে মোটেও সন্তুষ্ট নয় পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা। বেতন ছাড়াও বিমা, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে অংশগ্রহণ নীতিমালা এবং লভ্যাংশর হিসেব নিকেষ খোলনলচে বদলাতে চান বাবর রিজওয়ানরা। বাবরদের বেতন ৪৫ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে এই ক্রিকেটাররা চার আরো বেশি।

এমন ড্র হজম করা কঠিন: স্টোকস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টের শেষ দিনটি বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় নিশ্চিত হয়ে যায়, সিরিজ আর হারছে না অস্ট্রেলিয়া। সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে এজবাস্টন ও লর্ডসে জয়ের পর কামিন্সরা হেরে যান হেডিংলি টেস্টে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডেও ইংলিশদের দাপুটে পারফরম্যান্সে তিন দিন পরই হারের শঙ্কায় পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। তবে চতুর্থ দিন থেকে বাগড়া দেয় বৃষ্টি। চতুর্থ দিনে খেলা হতে পারে কেবল ৩০ ওভার। শেষ দিনে হয়নি একটি বলও। নাগালে গিয়েও তাই দূরে সরে যায় ইংল্যান্ডের জয়। আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক বেন স্টোকস তাই সহজভাবেই বললেন, 'এমন ড্র হজম করা কঠিন।'

ম্যাচ শেষে চরম হতাশা প্রকাশ করেছেন ইংলিশ অধিনায়ক, 'এটা মেনে নেওয়া কঠিন। তেতো বড়ি হজম করতে হচ্ছে। আমরা পুরোপুরিভাবে দাপটের সঙ্গে প্রভাব বিস্তার করছিলাম এই টেস্টে। কিন্তু আবহাওয়া আমাদের সহায় হলো না। আমরা এটা বদলাতে পারব না।'

'বৃষ্টি না থাকলে আমরা সিরিজটা সহজেই ২-২ করে ফেলতাম। এই সিরিজে যেমন খেলা হয়েছে এটা হলেও নায্য হতো।' - যোগ করেন তিনি।

শেষদিনের খেলা শুরুর আগে ৬১ রানে পিছিয়ে ছিল অজিরা। বিপরীতে ইংল্যান্ডের দরকার ছিল ৫ উইকেটের। ম্যাচ জয়ের পথে স্বাগতিকরা এগিয়ে ছিল, এমনটা বিশ্বাস তার। আর দলের এমন পারফর্ম নিয়েও বেশ খুশি তিনি, '(আমরা) ইতোমধ্যে ইংল্যান্ডের জন্য দারুণ কিছু করেছি। আমরা ড্রেসিংরুমে বলেছি তোমাদের কাজের ফল হয়ত পাওনি, নিজেদের নিংড়ে দিতে পেরেছ এটাই বড় কথা। আমরা দল হিসেবে যা অর্জন করেছি মানুষ মনে রাখবে।'

আক্ষেপ অবশ্য চেপে রাখতে পারেননি স্টোকস, 'অ্যাশেজ জেতা অধিনায়ক হতে চেয়েছিলাম। এই দলটাকে কিংবদন্তিতে পরিণত করতে চেয়েছিলাম। যেভাবে শেষ হলো তারপরও মানুষ আমাদের কথা মনে রাখবে।'

চলতি অ্যাশেজে এখন আর একটি ম্যাচই বাকি আছে। ওভালে সিরিজের শেষ ম্যাচটি জিতলেও ২-২ সমতায় শেষ হবে এবারের অ্যাশেজ। আর নিয়ম অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়াতেই থেকে যাবে মর্যাদার এই শিরোপা।

টরন্টো ওপেন থেকে

জোকোভিচ নাম তুলে নিলেন কেন?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কঠিন লড়াইয়ে কার্লোস আলকারাজের কাছে কিছুদিন আগেই উইম্বলডন ফাইনালে হেরেছেন নোভাক জোকোভিচ। আগস্ট মাসের শেষের দিকে শুরু হবে ইউএস ওপেন। তাই বাড়তি বিশ্রাম নিয়ে সেই প্রতিযোগিতাতে নিজেকে তৈরি রাখতে টরন্টো ওপেন থেকে নাম তুলে নিলেন নোভাক জোকোভিচ।

ক্লান্তিকেই প্রাথমিক কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন তিনি। সার্বিয়ান এই তারকা নিজেই এই ঘোষণা দিয়েছেন। জোকোভিচ বলেছেন, কানাডায় বরাবর সময়টা উপভোগ করেছি। তবে এ বারের প্রতিযোগিতার আগে নিজের চিকিৎসক দলের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেছি যে না খেলাটাই সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত। আমার সিদ্ধান্তের গুরুত্ব বোঝার জন্য প্রতিযোগিতার ডিরেক্টর কার্ল হেলকে ধন্যবাদ। আশা করি আগামী বছরগুলোতে আবার কানাডা এবং টরন্টোতে এসে দারুণ সব সমর্থকদের সামনে খেলতে পারব।

৩৬ বছর বয়সী এই তারকাকে উইম্বলডন ফাইনালে প্রায় পাঁচ ঘণ্টার কাছাকাছি লড়তে হয়েছে। তার আগেও দু'টি ম্যাচ গড়িয়েছে চার সেটে। এ কারণেই নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জোকোভিচ।

এমবাপ্পেকে

এবার লোভনীয় প্রস্তাব দিল আল-হিলাল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পিএসজি-র সঙ্গে চুক্তি বাড়াবেন না কিলিয়ান এমবাপ্পে। এরপরই তাকে পেতে দৌড় ঝাঁপ শুরু করেছে সৌদির ক্লাব আল-হিলাল।

এমবাপ্পে জানিয়ে দিয়েছেন, পিএসজি-র সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ আর বাড়াবেন না। এই চুক্তির মেয়াদ ২০২৪ সালেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। পিএসজিও তাদের এশিয়া সফরে এমবাপ্পেকে টিমে রাখেনি। তারাও এই বিখ্যাত ফুটবলারকে অন্য ক্লাবের কাছে বিক্রি করে দিতে চায় বলে মনে করা হচ্ছে।

এই অবস্থায় এমবাপ্পেকে লোভনীয় অফার দিয়েছে সৌদির আল-হিলাল ক্লাব। কিছুদিন আগেই বিপুল অর্থের বিনিময়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালতো সৌদির ক্লাব আল-নাসেরে যোগ দিয়েছেন।

আল-হিলাল এমবাপ্পেকে শুধু যে বছরে প্রায় এক হাজার আটশ কোটি টাকার প্রস্তাব দিয়েছে তাই নয়, তিনি যদি রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে কিছু ম্যাচ খেলতে চান, তখন তাকে ছেড়ে দেয়ার কথাও জানিয়েছে। একইসঙ্গে তারা পিএসজি-কেও সমপরিমাণ অর্থ দিতে তৈরি।

এমবাপ্পেকে পেতে রিয়াল মাদ্রিদ এবং আর্সেনালও উৎসাহী। এমবাপ্পেও প্রথমে ইউরোপের বাইরে সৌদিতে যেতে চাইছিলেন না। কিন্তু এই নতুন লোভনীয় প্রস্তাবের পর কী করবেন তা এখনো জানা যায়নি।

পিছিয়ে পরেও

ভিনিসিউসের গোলে রিয়ালের দুর্দান্ত জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রীতি ম্যাচে এসি মিলানের বিপক্ষে ২ গোলে পিছিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচটিতে ৩-২ গোলে জয় পেয়েছে কার্লো আনচেলত্তির শিষ্যরা। দলটির হয়ে জোড়া গোল করেন ফেদেরিকো ভালভার্দে। আর শেষদিকে ব্রাজিল তারকা ভিনিসিউস জুনিয়রের গোলে নিশ্চিত হয় রিয়াল মাদ্রিদের জয়।

ক্লাব প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয় রিয়াল মাদ্রিদ ও এসি মিলান। ম্যাচের ২৫ মিনিটে প্রথম গোল হজম করে রিয়াল মাদ্রিদ। ক্রিস্টিয়ান পুলসিকের দুর্দান্ত ক্রস থেকে হেডের মাধ্যমে লক্ষ্যভেদ করেন ডিফেন্ডার ফিকায়ো। এরপর ম্যাচের ৪২ মিনিটে মিলানের হয়ে সফল গোল করেন রোমেরো। তাতে প্রথমার্ধেই দলটি ২-০ গোলে খেলার দ্বিতীয়ার্ধে ৫৭ ও ৫৯ মিনিটে প্রেক্ষাপট পাল্টে দেন রিয়াল মিডফিল্ডার ভালভার্দে। ২-২ গোলের সমতায় ফেরে খেলা। এরপরে মিলানের কপালে হতাশার চিহ্ন এঁকে দেন ব্রাজিল তারকা। ৮৪ মিনিটে লস ব্ল্যাঙ্কোস শিবিরে জয়ের উদযাপন এনে দেন ভিনিসিউস। মদ্রিচের সহায়তায় ডান পায়ের শট থেকে দলের তৃতীয় গোল করেন ব্রাজিলের তারকা উইঙ্গার। তাতে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল মাদ্রিদ।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR